



L'Oréal, মার্চেভাইজার আর মার্চেভাইজিং

সেদিন সন্ধ্যায়, ঠিক সময়ে, পৌঁছলাম দেওয়া ঠিকানায়, আর দেখলাম জনা কুড়ি লোক আমার মতোই একই নিয়মরক্ষায় ব্যস্ত — এসেছে শিখতে, আর শেষে হাতে নিয়ে ফিরতে একটা উপস্থিতির সার্টিফিকেট, অনেকের কাছে যার মানে খেতাব আর পয়েন্ট।

প্রথম দিনটা গেল পরিচয়পর্বে — কে আমরা, কোথা থেকে এসেছি — আর উপস্থিতদের মধ্যে ছিল Standa-র একজন, Upim-এর একজন, রাষ্ট্রীয় রেলের একজন, স্থানীয় এক টিভি চ্যানেলের একজন, এক চশমার দোকানি, এক ফলওয়ালা, এক ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা, পনিরের এক বিক্রয় প্রতিনিধি, আর আমি।

ভাবলাম, কীসের মধ্যে এসে পড়লাম রে বাবা, কিন্তু টাকা তো দেওয়া হয়ে গেছে, আর গাধার মতো ধরে নিলাম আত্মঘাতী গোল করে বসেছি — অন্তত গোড়ায়, ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায় তা দেখার অপেক্ষা না করেই।

প্রশিক্ষক ছিলেন তিন জন, দুই মহিলা আর এক পুরুষ, গড় বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, এমন অভিজ্ঞতা যা জীবনবৃত্তান্তে পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু তার মানে যে সত্যিকারের দক্ষতা, এমন নয়।

ওদের জোগাড় করা হয়েছিল Amazon আর LinkedIn থেকে, আর একটা বহুজাতিক কোম্পানির পরিবেশের অংশ হতে পারা, বলতে পারা: আমরা এখানে পড়াই — ওদের কাছে এ ছিল মস্ত গর্ব আর মর্যাদার ব্যাপার।

দ্বিতীয় দিনে ওরা PowerPoint-এর স্লাইড দেখাতে শুরু করল — মনে হচ্ছিল আবার ফিরে গেছি Gillette-এর কোনো মিটিংয়ে — তবে আমি শান্ত রইলাম, ঠিক করলাম আগে বুঝব, বিচার করব পরে।

তৃতীয় দিনে হাজির হলেন স্কুলের এক পরিচালক, আর তাঁর মনে হল আমাকে আলাদা করে বেছে নিয়ে সবার সামনে জেরা করাটা বেশ ভালো বুদ্ধি, প্রায় যেন আমাকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছেন — যদিও কেন, তা আমি ধরতে পারিনি।

তিনি একসময় BIC FRANCE-এর ম্যানেজার ছিলেন, আর Gillette-কে, আর তার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে, সরাসরি হোক বা ঘুরপথে, ঘেন্না করতেন।

চতুর্থ দিনে তিনি ফিরে এলেন এক মহিলাকে নিয়ে, যে বহুজাতিক কোম্পানি স্কুলটা আর তার কোর্সগুলো চালাত, তার সিইও। তিনি আমার ডেস্কের কাছে এলেন, একটা টুল টেনে নিয়ে আমার পাশে বসলেন। কিছুই বললেন না, শুধু দেখে গেলেন খাতায় আমি কী নোট নিচ্ছি — কেবল ত্রিভুজ আর ত্রিভুজ, আসল নোট একটাও নয়।

কোর্স শেষ হতে তখনও দু-দিন বাকি। সবাই খুশি, সবাই চাঙ্গা, আর টেবিল ঘুরে আলোচনাটা যখন আমার কাছে এসে পৌঁছল, ওরা জিজ্ঞেস করল আমি কী ভাবছি।

কিছু না, উত্তর দিলাম আমি, আর গোটা ঘর চুপ করে গেল।

শেষ দিনে সব চুকিয়ে দিতে সই করতে হল আর নিতে হল উপস্থিতির সার্টিফিকেট — আসল ডিপ্লোমাটা আসবে ডাকে — আর সই করার পর সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

একটা গির্জার সামনে থামলাম আর ভেতরে ঢুকলাম। ভিড়ে ঠাসা, প্রার্থনাসভা চলছিল, আর কোসটা আমাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়েছিল যা আগে জানতাম না: মার্চেভাইজিংয়ের আসল ওস্তাদ হলেন পাদ্রিরা। তাঁরা বিক্রি করতেন কাউকে কখনও টের পেতে না দিয়ে, আর এ কাজে তাঁরা পাকা ছিলেন ঠিক এই কারণেই যে মালটা কখনও সাজিয়ে দেখাতেনও না।

ভালো রকম টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম, অথচ দরকার ছিল শুধু ইতিহাস পড়া, ঠিক যেমন বাবা বলেছিলেন। কী ভুল, তাঁর কথা না শোনা।

ফের্দিনান্দো